

Re. 2.00

মূল্য : ২ টাকা

PRABINBARTA

প্রবীণবর্তা

MONTHLY

মাসিক

Vol : V Issue : IX, 15th December, 2016 অগ্রহায়ণ, ১৪২৩, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNINO. WBBEN/2012/ 46375



জন্ম - ১৩ই আগস্ট, ১৯২৬

মৃত্যু - ২৬শে নভেম্বর, ২০১৬



গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পোদ্দার পার্ক মিলন সংসদে প্রবীণ-প্রবীণাদের সম্মাননা জানানো হচ্ছে।

বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা একনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং সমাজতন্ত্রের অন্যতম রূপকার
কমান্ডার ইন-চিফ কমরেড ফিদেল কাস্তোর সংক্ষিপ্ত জীবনপুঞ্জী

১৯২৬, ১৩ আগস্ট, কিউবার বিরান শহরে ফিদেল কাস্তোর জন্ম। তাঁর জমিদার বাবা আদতে স্পেনের মানুষ। মা কিউবার। সাত সন্তানের মধ্যে তৃতীয় কাস্তো। স্কুল জীবন কাটে সান্তিয়াগোয়। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি। সেখানেই রাজনীতি ও মার্কসবাদে হাতেখড়ি।

১৯৫৩, ২৬ জুলাই, আমেরিকার মদতপুষ্ট কিউবার স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক ফুলহেনসিয়ো বাতিস্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। সান্তিয়াগোর এক সেনা ছাউনি আক্রমণ। বিদ্রোহ ব্যর্থ। কাস্তো গ্রেফতার।

১৯৫৬, ২ ডিসেম্বর, মেক্সিকোয় বন্ধু চে-গুয়েভারা ও ভাই রাউল কাস্তোর সঙ্গে বিপ্লবী দল গঠন। মাত্র ৮১জন বিপ্লবীকে নিয়ে জলপথে কিউবা পাড়ি কাস্তোর। দক্ষিণ কিউবার সিয়েরা মেস্ত্রা পাহাড়ের উপর ঘাঁটি গেড়ে টানা ২ বছর ধরে সেনা প্রশিক্ষণ।

১৯৫৯, ১ জানুয়ারী : গেরিলা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাসক বাতিস্তার দেশ ত্যাগ। ফেব্রুয়ারিতে কিউবার প্রধানমন্ত্রী কাস্তো।

১৯৬২ : কিউবার সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি আমেরিকার।

১৯৬৫ : কিউবায় কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন করলেন কাস্তো। একদলীয় সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হল কিউবা।

১৯৯৮, পোপ দ্বিতীয় জন পলের ঐতিহাসিক কিউবা সফর।

২০০৬, ৩১ জুলাই, অসুস্থতার কারণে সাময়িক ভাবে ভাই ও দেশের প্রতিরক্ষা প্রধান রাউল কাস্তোর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর।

২০০৮, কিউবার নতুন প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্তো।

২০১১, ২২ মার্চ, সমস্ত সরকারি পদ থেকে ইস্তফা
কাজের। পরের কয়েক বছর শুধুই লেখনীতে আত্মপ্রকাশ।

২০১৪, ১৭ ডিসেম্বর, রাউল কান্টোর সঙ্গে দীর্ঘ
আলাপের পর কিউবার উপর থেকে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা
তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক
ওবামা। তার পর থেকেই লোক চন্দুর অন্তরালে কান্টো।

২০১৬, ২৬শে নভেম্বর ৯০ বছর বয়সে জীবনাবসান।

শারদীয় উৎসবের বিবরণ

৫ নভেম্বর ২০১৬ শনিবার বিকাল ৫টায়
বাঁশদ্রোণীতে হরিদাস মালাকার ভবনে এবং ১৬ নভেম্বর,
২০১৬ বুধবার সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে
শারদীয় মিলন উৎসব পালিত হয়। উভয় অনুষ্ঠানেই
সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী এবং
উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাঃ কৃষ্ণ হালদার।
২০১৬ সালে বেথুন ইন্সটিটিউট ও জয় ইউনিয়নের যে
সকল সদস্য প্রয়াত হয়েছেন তাদের নামের তালিকা পাঠ
করেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র এবং তাদের স্মৃতির প্রতি
শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বাঁশদ্রোণীর
অনুষ্ঠানে সভাপতি বলেন আজ জয় ইউনিয়ন ও বেথুন
একসাথে শারদীয় মিলনোৎসব পালন করছে। বেথুন
ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই জয় ইউনিয়ন
শারদীয় মিলন উৎসব পালন করে আসছে। লড়াকু
শ্রমিকদের বয়স বাড়ছে এবং প্রতি বছরই শ্রমিকরা প্রয়াত
হচ্ছেন, এখানে যারা আছেন অধিকাংশই নতুন। আজ
এখানে ৮০ বছর তদুর্দ্ধ ১৫ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা
জানানো হবে। সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য শারদীয়
শুভেচ্ছা জানিয়ে জয় ইউনিয়নের ঐতিহ্যের কথা বর্ণনা
করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ ঐতিহ্যের সাথে এই উৎসব পালন
করে আসছে। বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর
যৌথভাবে পালন করা হচ্ছে। জয়ার অতীত ঐতিহ্যের
কথা বর্ণনা করেন। বয়স্ক তথা সাধারণ মানুষের চিকিৎসার
জন্য বেথুন ইন্সটিটিউট যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা উল্লেখ
করে বলেন ডাঃ কৃষ্ণ হালদার, ডাঃ কৃষ্ণজর্জুন মুখার্জী
এখানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে

যাচ্ছেন। তাছাড়া ডাঃ হিমাদ্রী বিশ্বাস এম.ডি. (বাত
বিশেষজ্ঞ) তিনিও ডাক্তারী পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্পাদক
দীপেশ মিত্র মানপত্র পাঠ করেন। সভাপতি শ্রী
মুখার্জী, শ্রী অমল বিকাশ মুখার্জীর হাতে পুষ্প
মানপত্র ও মেমোরি প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা প্র
অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। তারপর একে একে সম্মা
প্রদান করেন সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য, সম্প
শ্রী দীপেশ মিত্র, সহ-সম্পাদক শ্রী অশোক রঞ্জন ধর। তা
অসুস্থতার জন্য যারা আসতে পারেননি তাদের বাড়ী
গিয়ে সম্মাননা প্রদান করেন সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম
চৌধুরী ও সহ-সম্পাদক শ্রী স্নেহাংগ চাকদার। উক্ত অনু
৫০ জনের মত উপস্থিত ছিলেন। যাদের সম্মাননা জান
হয়েছে তাদের থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রী সুধীর রঞ্জন বি
তিনি বেথুন ইন্সটিটিউট ও জয় ইউনিয়নের প্রশংসা
বলেন আজকের দিনটি আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে
কাজ আপনারা করে যাচ্ছেন তার জন্য আপন
অভিবাদন জানাই। আপনাদের সাথে যুক্ত হয়ে যদি
করতে পারি তার জন্য সচেষ্ট থাকব। সহ-সভাপতি
গৌতম রায় চৌধুরী বলেন প্রবীণ ও শ্রমজীবী মান
চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বেথুন ইন্সটি
দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক লক্ষ্য
ডাক্তারী পরিষেবা সহ একটি আধুনিক মানের ফি
থেরাপী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। আপনাদের সব
সহযোগিতায় সেই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। ৯
প্রিন্স গোলাম হুসেন শা রোডস্থ (রংকল) জয়
অপারেটিভের বাড়ীতে ডাঃ নর্মণ বেথুন ক্লিনিক প্রা
পর সেখানে সল্প মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা সহ যি
থেরাপি করানোর কাজ চলছে। আপনারা সকলে এই
গ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয় লক্ষ্য একটি আধুনিক ম
প্যাথোলজীক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যে
ডিজিটাল এক্সরে মেশিন বসানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে
হচ্ছে। আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে অ
ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ করা সম্ভব হবে। আমার
ক্লিনিকের জন্য এখন পর্যন্ত ২.৫০ লক্ষ টাকার উপর
করতে পেরেছি। আশা করি আপনারাও এ ব্য

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সকলদানে (৮০জি) ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাওয়া যাবে। সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র বলেন ৯৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানিয়ে আসছি। তাছাড়া বিশ্বপ্রবীণ দিবস ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসেও আমাদের সংস্থার কার্যালয়ে বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর কাজ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আজ এখানে নতুনভাবে সম্মাননা জানানোর কাজ শুরু করা হল। ভবিষ্যতেও একাজ চালিয়ে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করে তার বক্তব্য শেষ করেন। তারপর শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী শান্তনু ভট্টাচার্য। তারপর যথাক্রমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী শান্তনু ভট্টাচার্য। তারপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি কবিতা গাঙ্গুলী। ডাঃ কৃষ্ণার্জুন মুখার্জীর কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ১৬ নভেম্বর ২০১৬ বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত শারদীয় উৎসবের সভাপতি শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন এবছর বাঁশদ্রোণী ও আনোয়ার শাহ রোড দুই জায়গাতেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা প্রবীণ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেকাজ করে যাচ্ছি। আজ এখানে শারদ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শারদ উৎসব নিয়ে বক্তব্য রাখবেন সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য এবং বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডঃ পরিতোষ সরকার। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন আমরা কি দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে বাস করছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আমাদের সাধের মধ্যে আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আমি প্রতি বছরই বক্তব্য রাখি আজ বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক ড. পরিতোষ সরকার। তারপর তিনি বলেন আনন্দ ও বিনোদন আমরা একাকার করে ফেলেছি। মানুষ আনন্দ করতে শিখেছে। সকল আনন্দ একরকম নয়। নানাজন নানাভাবে আনন্দ করে। জ্ঞানের জন্য আনন্দ, শিক্ষার জন্য আনন্দ। শিকারী শিকার করে আনন্দ করে। পিতা, মাতার শ্রদ্ধের সময় ও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। প্রবীন ব্যক্তির আরও খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে প্রবীণদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। বিশেষ

অতিথি অধ্যাপক ডঃ পরিতোষ সরকার বলেন শারদকে আমরা অনেকভাবে ভেবেছি। প্রাচীনকালে নারীশক্তির উপর অগাধ আস্থা ছিল। তারা নারী শক্তিকে আহ্বান জানাত শক্তির জন্য। আর একটি দিক হল মাতৃরূপে ভাবনা। শরৎকাল হল শান্তির সময়। এই সময় শস্য উৎপাদন হয় এবং মানুষের মনে আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত হয়। কৃষিকে না বাঁচালে এ দেশ বাঁচবে না। শরৎকালে যে পূজা হয় তা অকাল বোধন। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার জন্য দেবীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন মানুষের মধ্যে ২টি সত্তা সুর আর অসুরের প্রবৃত্তি। সামাজিক, রাজনৈতিক কোনভাবেই আমরা অসুরের প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করতে পারছি না। উৎসব হল মানুষের সাথে মানুষের মিলন, আত্মার সাথে আত্মার মিলন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১টি কবিতার ২টি লাইন আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করেন। আরও বলেন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্বার্থ দেখতে হবে। এভাবে চলা যায় না, ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য চলার পথ আমাদের নিজেদের বাহির করতে হবে।

সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী বেথুনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা করে চিকিৎসা ব্যবস্থার যে কাজ আমরা করে যাচ্ছি তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী, শ্রদ্ধেয় হরিদাস মালাকার তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সাধারণ, প্রবীণ এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা কাজে হাত দিয়েছি। আশা করি আপনাদের সহযোগিতায় এ কাজ করতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ইতিপূর্বেই আপনারা জানতে পেরেছেন আমাদের এখানে দানে (৪০G) Income Tax ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। প্রিয়জনের স্মৃতি রক্ষার্থে দান করা যায়। তাদের নাম প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকবে। শ্রী চন্দন নাগ চৌধুরীর সঙ্গীতের মাধ্যমে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরবর্তীতে আবৃত্তি করেন শ্রীমতী পুতুল মৈত্র। শ্রীমতী তপতী বিশ্বাস চৌধুরীর সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। অনুষ্ঠানে ৭৫জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কখন দাঁত মাজা উচিত

ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

মুখের ভিতরটা পরিষ্কার রাখার জন্য মুখ ধোওয়া এবং দাঁত মাজা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতিদিন আমরা খাবার খাই। খাবারের ছোট ছোট কণা আমাদের মুখের মধ্যে থেকে যায়, বিশেষত, দুটো দাঁতের ফাঁকে আর দাঁত এবং মাড়ির মাঝখানের স্থানে। মাংস, মাছ বা তদ্ভজাতীয় সজি দাঁতের ফাঁকে বেশি আটকে থাকে। ঐ খাবারের কণাগুলো অনেকক্ষণ ধরে থাকলে মুখের ভিতরের জীবাণু দিয়ে ওগুলোর পচন শুরু হয়। মিষ্টি জাতীয় জিনিসে জীবাণু বেশী বৃদ্ধি পায়। এই পচনের সময় কিছু রাসায়নিক পদার্থ বেরোয় (মূলতঃ অ্যাসিড) যা দাঁতের বাইরের স্তরের শক্ত আবরণ এনামেলকে নষ্ট করে দেয়, দাঁতের গোড়ায় ফাঁক সৃষ্টি হয়, সেখান দিয়ে জীবাণু ঢুকে যায়, তখন মাড়ি ফুলে যায়, পুঁজ রক্ত বেরোয়, ব্যথা যন্ত্রণা হয়, মুখে দুর্গন্ধ হয়। এনামেল নষ্ট হয়ে গেলে দাঁতের মধ্যে গর্ত সৃষ্টি হয়, তাকেই চলিত ভাষায় 'দাঁতে পোকা লেগেছে' বলা হয়। যেমন মেঝেতে অ্যাসিড পড়লে তা ক্ষয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকলে দাঁত আলগা হয়ে একের পর এক পড়তে থাকবে। এই সমস্যাকে সম্পূর্ণভাবে আটকে ফেলা যায় যদি সঠিকভাবে মুখের ভিতরের যত্ন নেওয়া হয়। খাবার পরে পরেই ভালভাবে কুলকুচি করে মুখ ধুতে হবে। এতেই বেশীর ভাগ খাবারের কণা বেরিয়ে যাবে। তারপরে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে হবে। ব্রাশের কাজ হল দুটো দাঁতের মাঝখান থেকে আমরা ময়লা টেনে আনি তেমনি দুটো দাঁতের মাঝখান থেকে খাবারের টুকরো বের করে আনতে হবে। সেই জন্য উপরের মাড়ির দাঁত ব্রাশকে নামাতে হবে উপর থেকে নীচে, আর নীচের মাড়িতে নীচ থেকে উপরে। তাহলেই খাবারের টুকরোগুলো দাঁতের মাঝখান থেকে বেরিয়ে মুখের ভিতর জিভের উপর চলে আসবে। প্রয়োজন হলে হাতের আঙুল দিয়ে টুকরোগুলোকে ধরে বের করে নেওয়া যেতে পারে। তাতে নিজের বুঝতে সুবিধা হবে কতগুলো খাবারের টুকরো ভিতরে ছিল। এভাবে সব টুকরো বেরিয়ে গেলে কয়েকবার ভালভাবে কুলকুচি করে নিলে মুখের ভিতরে আর খাবার থাকবে না।

দিনে অন্ততঃ দুবার প্রধান খাবারের পরে দুপুরে এবং রাত্রে দাঁত অবশ্যই মাজতে হবে। রাত্রে শোয়ার আগে

দাঁত পরিষ্কার না করে কখনো ঘুমানো উচিত নয়। কারণ, খাবারের টুকরো রাত্রে ৭/৮ ঘন্টা ধরে মুখের ভিতরে থাকবে, তাতে বেশী ক্ষতি হবে। রাত্রে দাঁত না মেজে সকালে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজা অর্থহীন। কারণ, ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। রাত্রে দাঁত না মেজে সকালে দাঁত মাজাকে তুলনা করা যেতে পারে ঘরটাকে নোংরা করে ফেলে তারপর অনেকক্ষণ ধরে ধুয়ে পরিষ্কার করা।

দাঁত মাজার উদ্দেশ্য হল মুখের ভিতর থেকে খাবারের কণাগুলোকে বের করে দেওয়া, দু তিন মিনিটেই তা হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজলে কোন লাভ হবে না, বরং তাতে দাঁতের ক্ষয় হতে পারে। পেট বা পাউডারের কাজ হল ফেনা তৈরি করা যাতে ব্রাশ চালাতে সুবিধা হয়। বাকী সব বিজ্ঞাপনী প্রচার। একমাত্র অল্প পরিমাণ ফ্লুরাইড দাঁতের এনামেল রক্ষার সাহায্য করে। মুখের লাল দাঁতের এনামেলকে রক্ষা করে। যে সব ওষুধে মুখ অনেকক্ষণ শুকিয়ে থাকে তাতে দাঁতের ক্ষয় হবার সম্ভাবনা থাকে। ব্রাশ করা হয়ে গেলে (বিশেষতঃ রাত্রে) আর কোন খাবার, এমনকি দুধও খাওয়া উচিত নয়। কোন কারণে খেতে হলে মুখ আবার ভালভাবে ধুয়ে নেওয়া উচিত। দাঁত থাকতেই দাঁতের যত্ন নেওয়া উচিত।

আমি এক ক্লান্ত প্রবীণ

মিহির বরণ রায়

দুবছর আগেও ভাবিনি

নিজেকে হতে হবে প্রবীণ,

সংসার ও সমাজের নানা কাজে

নিয়োজিত ছিলাম প্রতিদিন।

জানিনা, কতটুকু দিয়েছি ফিরায়ে -

যা নিয়েছি সমাজের ভান্ডার থেকে,

তবু ছিলাম মহাআনন্দে,

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে - সকলের সাথে।

হঠাৎ, কোথা থেকে এল প্রবীণের জ্বালা?

একাধারে হয়েছি বধির,

ক্ষুধা - মন্দা ও ভুলে যাওয়ার অবাধ্য রোগ,

না ঔষধে নিদ্রার ব্যাঘাত নিয়ে

আছি একদা সবার দাদা

যেন এক হাঁদাভোঁদা।।

**পোদ্ধার পার্ক মিলন সংসদে প্রবীণদের
সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের বিবরণ পূর্বে
প্রকাশিতের পর পরবর্তী অংশ -**

শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য বলেন শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জয়ার শ্রমিকদের ঐতিহ্য ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রবীন ব্যক্তিদের কল্যাণে কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি জয়া ইউনিয়নের ঐতিহ্যের কথা বর্ণনা করে বলেন শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা যে সংগ্রাম করেছেন তা এক ইতিহাস। মাসিক মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে তাদের বাড়িটি প্রবীন ব্যক্তিদের পরিসেবা দানের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। শ্রী দীপেশ মিত্র বলেন প্রবীণ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা এবং তাদের সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি। সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী বলেন শ্রমজীবী স্বল্প আয়ের প্রবীণ ব্যক্তিদের চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা রংকল অঞ্চলে জয় কো অপারেটিভের বাড়ীতে ডাঃ নর্মাণ বেথুন ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে স্বল্প মূল্যে ফিজিওথেরাপি সহ ডাক্তারী পরিসেবা দেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রী তৃপ্তি রঞ্জন ভট্টাচার্যের চিঠি পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার। তার বয়স ৮২ প্লাস এবং অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। সভাপতি পেলব মুখার্জী, শ্রীমতি উমা রায় এর হাতে ফুলের তোড়া, মানপত্র, মেমেন্টো, ও মিষ্টির প্যাকেট প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদানের সূচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি কয়েকজনকে সম্মাননা প্রদান করেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে একে একে সম্মাননা প্রদান করেন সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য, শ্রী সনৎ লাহিড়ী, শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, শ্রীমতি রাধা দত্ত, সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র, সহ-সম্পাদক শ্রী স্নেহাংশু চাকদার, ডাঃ বীরেন মজুমদার, শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত, শ্রীমতি উমা সাহা, শ্রীমতি পুতুল মৈত্র, শ্রী ঋষিকেশ দাশ, শ্রী নারায়ণ ঘোষ প্রমুখ। অসুস্থতার জন্য যারা উপস্থিত হতে পারেননি তাদের বাড়ীতে গিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সর্বমোট ৮৫ জনকে সম্মাননা জানানো হয়। তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখে শ্রীমতী সিন্ধা দাস।

তিনি বেথুন ইন্সটিটিউটের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যে কাজ বেথুন ইন্সটিটিউট করে যাচ্ছে তার সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সম্মাননা প্রদান করার ব্যাপারে শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, শ্রীমতি সিন্ধা দাস, শ্রীমতি তপতী বিশ্বাস চৌধুরী সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া মিলন সংসদের অবদান অস্বীকার করার নয়। সম্মাননা অনুষ্ঠানে পোদ্ধার পার্কের সদস্যবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও বেথুনের সদস্য ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

**ফিদেলের জন্য গান
আর্নেস্টো চে-গুয়েভারা**

তুমি বলেছিলে সূর্য উঠবে,
চলো যাই,
সেইসব অজানা পথ ধরে
মুক্ত করতে তোমার প্রিয়
কুমির - গড়ন সবুজ স্বদেশ।

চলো যাই
সব অপমান ছুঁড়ে ফেলে -
চোখের ওপর অন্ধকার বিদ্রোহী তারা
এমিরা জিতব,
মৃত্যুকে হঠাৎ বন্দুকের মুখে।

গুলির আওয়াজে
অরণ্য কাঁপবে বিষ্ময়ে
শান্ত আমরা
দাঁড়াব তোমার পাশে।
তোমার কণ্ঠস্বর চারদিকে - জমির লড়াই,
সুবিচার, রুটি, স্বাধীনতা।
তোমার সুরে গলা মিলিয়ে
আমরা তোমার পাশে।

শত্রুকে নিখুঁত আক্রমণে
দিনান্তের শেষে,
শেষ যুদ্ধের জন্য

আমরা তোমার পাশে।
বুনো জন্তুটা চাটবে তার ক্ষত
কিউবার বর্ষার ঘায়ে ক্ষিপ্ত
আমরা তোমার পাশে
দাঁড়াব গৌরবে।

কখনও ভেব না, আমাদের সততা
ওরা করবে শেষ।
রঙচঙে মাছির দলের উপহার নয়,
আমরা চাই -
ওদের বন্দুক, বুলেট, পাথর
আর কিছু নয়।

যদি লোহাও দাঁড়ায় মাঝে
কিউবার অশ্রু আবরণ
ঢাকা দেবে গেরিলার হাড়মাংস
আমেরিকার ইতিহাসের যাত্রায়
এর বেশি কিছু নয়।

সৌজন্যে - গণশক্তি
অনুবাদঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য



ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	২,৪৪,৪৬৮.০০
১৭৭)	শ্রী রবীন্দ্র কুমার পাল	১৩০/১৫, পি.জি. এইচ শাহ রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	২৫০০০.০০
১৭৮)	শ্রী জ্যোতির্ময় গুহ	১১৪এ, লেকগার্ডেন্স, কোলকাতা - ৭০০ ০৪৫	১,০০০.০০
১৭৮)	শ্রী বুদ্ধদেব ঠাকুর	এইচ - ৩১/বি, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলী কলিকাতা - ৭০০ ০০৯৪	৫০০.০০
১৭৯)	শ্রী রবীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী	২৮এ, গুরুপদ হালদার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬	১০০.০০

মোট : ২,৭১০৬৮.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in

—ঃঃ সম্পাদকীয় ঃঃ—

প্রিয় বন্ধু ও সাথী গণ, আশা করি পরিবার
পরিজন সহ ভাল আছেন। যদিও দেশে বর্তমান
পরিস্থিতিতে বিমুদ্রাকরণ জনিত কারণে ভাল থাকা কিছুটা
হলেও মুসকিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ৫০দিন
(ডিসেম্বর পর্যন্ত)। কষ্ট করতে। তারপর আসবে আছে
দিন অর্থনীতির পন্ডিতরা বলেছেন কমপক্ষে দুইটি তিন
মাস। আর আমরা আমআদমি কি দেখছি? ইতিমধ্যে
পেনশন তুলতে গিয়ে দীর্ঘসময় লাইনে দাড়িয়ে আমাদের
রাজ্যে তিন জন প্রবীণ প্রয়াত হয়েছেন। আর আমরা
আছি সুদিনের আশায়।

গত ২৬শে নভেম্বর কিউবার অবিসংবাদী নেতা,
একনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী ফিদেল কাস্ত্রো প্রয়াত
হয়েছেন।

গত ৫ই ডিসেম্বর রাত সাড়ে এগারটায় মারা
গেলেন তামিলনাড়ুর সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জে জয়
ললিতা। আমরা উভয় নেতাকে শ্রদ্ধাবনত চিন্তে স্মরণ
করছি।

পক্ষকালের পূর্বেই ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রিষ্টের
আবির্ভাব দিবস। তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাই - আমাদের
আলোর পথে নিয়ে চল প্রভু।